প্রভৃতির ন্যায় বিনিয়োগের নিরাপদ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি সেদেশে সঞ্চয়ের হার স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প হয়। এই কারণেই আবার সংক্রামক হারে ব্যাংক ফেল করতে থাকলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের হার কমে আসছে। অতএব, সুষ্ঠুভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা সঞ্চয়েচ্ছা অব্যাহত রাখার এবং মূলধন-গঠনের অন্যতম শর্ত।

ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রয়োজন মতো টাকাকড়ির জোগান বৃদ্ধি করে থাকে। এই কাজ শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যেত, তাহলে সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থার (developing economy) গতিবিধি পদে পদে বাধা পেত।

28.2 ব্যাংক কাকে বলে? (What is Bank?)

ব্যাংক শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ব্যাপক অর্থে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখে এবং সংগৃহীত অর্থ ঋণ হিসাবে জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করে টাকাকড়ি সৃষ্টি করে, তাদেরই ব্যাংক বলা হয়। জনসাধারণ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপত্তার খাতিরে ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংক ওই গচ্ছিত অর্থ ঋণ হিসাবে অন্য কাউকে সরবরাহ করে। ব্যাংক যেহেতু এ ধরনের ঋণসংক্রান্ত কাজ করে এবং ঋণের মাধ্যমে টাকাকড়ি সৃষ্টি করে সেহেতু ব্যাংক ব্যবসায়কে ঋণের ব্যাবসা (business of dealing in credit) বলে। অধ্যাপক ক্রোথর (Prof. G. Crowther) বলেন যে একশ্রেণির লোকের কাছ থেকে আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখা এবং অন্য একশ্রেণির লোককে ঋণপ্রদান করে নতুন অর্থ সৃষ্টি করা হল ব্যাংক ব্যবসায়ীর কাজ। অধ্যাপক কেয়ার্নক্রস (Prof. A.C.Cairncross) বলেন যে, "ব্যাংক একটি অর্থ সরবরাহের মধ্যস্থ, ঋণ আদানপ্রদানের ব্যবসায়ী" ("A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts")।

তবে, ব্যাংকের আইনগত সংজ্ঞা অনেক সঙ্কীর্ণ। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ব্যাংকিং আইনে নির্দিষ্ট করে বলা আছে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বলে পরিগণিত হবে। অতএব, কোনো একজন ব্যক্তি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কারবার শুরু করলে তা ব্যাংক বলে বিবেচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংক বা ব্যাংকার হিসাবে তখনই বিবেচিত হবে, যখন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা অনুমোদন করে। ভারতে যে সমস্ত যৌথ মূলধনি কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যাবসা করে তাদেরকে ব্যাংক বলে। 1949 সালের ব্যাংকিং আইনে বলা হয় যে, ব্যাংক হল এমন একটি সংস্থা যে চাহিদামাত্র আমানত ফেরত বা অন্যভাবে পরিশোধের শর্তে এবং ঋণ দেবার ও লগ্নি করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে থেকে আমানত গ্রহণ করে। ভারতের দেশীয় ব্যাংকগুলিকে ব্যাপক অর্থে ব্যাংক বলে চিহ্নিত করা হলেও আইনত সেগুলি ব্যাংক নয়। এগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে কারবার করে না। এরা রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম-নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য নয়।

28.3 বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Commercial Bank)

বর্তমানে নানাবিধ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ মেলে। ব্যাংকগুলির কার্যাবলির বিশেষায়ণের (specialisation) জন্য প্রতিটি ব্যাংকের কার্যাবলির বিভিন্নতা দেখা যায়। আমরা এখানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করব। এগুলো নিম্নরূপ :

[a] আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয় আমানতের মারফত একত্র সংগ্রহ করা ব্যাংকের প্রাথমিক কাজ। সঞ্চয়ের নিরাপদ ঘাঁটি হিসাবে ব্যাংক জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে এবং লোকে যেহেতু বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকে তার পুরস্কার হিসাবে ব্যাংক সুদ দেয়। ব্যাংকের আমানত তিন প্রকারের—চলতি আমানত (demand deposit), সঞ্চয়ী আমানত (savings deposit) এবং মেয়াদি ও স্থির আমানত (time অথবা fixed deposit)।

ব্যবসায়ীরা সাধারণত চলতি আমানতে টাকা রাখে। এই ধরনের আমানতের ওপর ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। ইচ্ছামতো আমানতকারীরা চলতি অ্যাকাউন্ট থেকে চেক কেটে টাকা তুলতে পারে। সঞ্চয়ী আমানত চাওয়ামাত্র তোলা গেলেও টাকা তোলার ব্যাপারে ব্যাংক কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। এই ধরনের আমানতে সুদ দেওয়া হয়। মেয়াদি আমানত মেয়াদ শেষের আগে তোলা যায় না। আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে। অবশ্য, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা তুলে নিলে আমানতকারীকে সুদের একটি অংশ ত্যাগ করতে হয়। এই ধরনের আমানতে চেক ব্যবহার করা হয় না। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি আমানতই ব্যাংকের দেনা (liability)।

Scanned with CamScanner

[b] ঋণের জোগানদাতা

বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধুমাত্র জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে না, জনসাধারণকে ঋণও দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের অর্থ হল জনসাধারণের প্রতিটি আমানতই ব্যাংকের দেনা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের নামটি থেকে এটা স্পষ্ট যে এই ব্যাংকগুলি অতীতে ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দিত। বর্তমানে ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়াও অর্থব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত স্বল্পকালীন ঋণপ্রদান করে থাকে। হালফিল এই ব্যাংকগুলি কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংকগুলি সাধারণত [1] কোনো মূলধন দ্রব্য বন্ধক রেখে, [2] প্রতিরিক্ত অগ্রিমের বিনিময়ে এবং [3] ঋণের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেও ঋণ দিচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ভোগ্য ঋণও সরবরাহ করছে।

[c] ঋণ সৃষ্টি

ঋণ সৃষ্টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমানত সৃষ্টি করে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে। ঋণ সৃষ্টি বলতে বোঝায় ঋণ ও অগ্রিম মারফত ব্যাংকের চাহিদা আমানতের সম্প্রসারণশীলতার ক্ষমতা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই কাজটিই বলা করে : "প্রতিটি ঋণই আমানত সৃষ্টি করে।" ব্যাংক ঋণের সম্প্রসারণের অর্থই হল কয়েকগুণ বেশি আমানতের সৃষ্টি।

[d] বিনিয়োগ

ব্যাংক সরকারি ঋণপত্রে, কোম্পানির শেয়ার ও বন্ডে অর্থ বিনিয়োগ করে। মুনাফা, তারল্য ও নিরাপত্তা (liquidity and safety) নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যাংক তার অর্থ এমনভাবে বিনিয়োগ করে, যাতে তার আয় সর্বাধিক হয়।

[e] উন্নয়নমূলক কাজ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক উক্ত গতানুগতিক কার্যাবলি ব্যতীত অনেক গঠনমূলক কাজ করে থাকে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। যেমন, ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি পরিকল্পনা রূপায়ণে নানাভাবে সরকারকে সাহায্য করে। ব্যাংকগুলি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে (priority sectors) বিশেষ ঋণ দিয়ে থাকে; অনগ্রসর এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যাংকের শাখা খোলে; সম্ভাবনাপূর্ণ উন্নয়নের এলাকা সমীক্ষা করে সেই এলাকার উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

[f] বিবিধ কার্যাবলি

এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কিছু কিছু সুবিধামূলক ও প্রতিনিধিমূলক কাজও করে থাকে। এগুলি হল :

1. মূল্যবান সামগ্রীর সুরক্ষার জন্য লকারের ব্যবস্থা করা;
2. মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে বিমার প্রিমিয়াম, বিজলি বাতির বিল ইত্যাদি দেওয়া, জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ও ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট বিক্রি করা ইত্যাদি;
3. দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ করে দেওয়া;
4. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে কারবার করা;
5. ভ্রমণকারী চেক, উপহার চেক ইত্যাদি চালু রাখা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির মধ্যে এত বৈচিত্র্য আছে বলেই অধ্যাপক ওয়ালটার লীফ (Prof. Walter Leaf) বলেন যে : "ব্যাংক ব্যবসায়ী হল বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সর্বশক্তিমান ব্যক্তি" ("The banker is a universal arbiter of the world's economy.")। সুতরাং, আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংককে খাটো করে দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাস্তবিকপক্ষে, আধুনিক ঋণভিত্তিক সমাজে ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগ বিশেষায়ণের যুগ। ব্যাংকিং ব্যবস্থা অসংগঠিত হলে বিশেষায়ণ অসম্ভব। উপযুক্ত ও সুসংগঠিত ব্যাংকিং ব্যবসা গড়ে না উঠলে কোনো দেশ শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হতে পারে না। ব্যাংক সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং এর ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সুতরাং, সঞ্চয় তথা মূলধন গঠনের অন্যতম উপাদান হল ব্যাংকিং

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থা। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকের কার্যমূলক কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত সরিয়ে এনে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করার ব্যাপারে ব্যাংক সাহায্য করে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলি সচেষ্ট হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন সম্পন্ন হয় ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্যাংক যে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়, তা বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে। শুধু উৎপাদন ও বাণিজ্য নয়, ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যাংক ব্যবস্থার উপযোগিতা আছে। সর্বোপরি, ব্যাংক ব্যবস্থা প্রয়োজনমতো টাকাকড়ির যোগান সৃষ্টি করে থাকে। এই কাজ শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি সরবরাহ করা না হত, তবে সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থা পদে পদে ব্যাহত হত। মোট কথা, ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান।

28.4 বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ের নীতি (Principles of Commercial Banking)

বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পকালীন মূলধন নিয়ে কারবার করে। এই মূলধন প্রধানত জনসাধারণের আমানত থেকেই আসে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে আমানত আকর্ষণ করে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ঋণপ্রদান করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য, আর এইভাবেই সে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক হল মুনাফা-সন্ধানী প্রতিষ্ঠান। মুনাফা সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যেই ব্যাংকের পরিচালকদের সিদ্ধান্তের অহরহ পরিবর্তন ঘটাতে হয়। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলিকে কোন সময়ে ঋণদান করা বা সরকারি ঋণপত্র কেনা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণ করা বা হাতে কতটা পরিমাণ নগদ টাকা রাখতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে সর্বাধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। অপরদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত বা সেখানে টাকা জমা রাখা কতখানি নিরাপদ, তা ব্যাংকগুলির আমানতকারীর বিবেচ্য বিষয়। ব্যাংকগুলির সুদৃঢ়তার (soundness) উপরই ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ তথা মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে। ব্যাংকগুলি তাদের সম্পত্তির (assets) ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে জনসাধারণকে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। তাই প্রয়োজন, ব্যাংকগুলির থলিতে যে সমস্ত সম্পত্তি থাকে তার যথাযথ পরিচালনার (management of portfolio of assets)। ব্যাংকের থলিতে যে সম্পত্তি থাকে, সেগুলি হল নগদ টাকা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা, অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনাপাওনা, সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োজিত অর্থ, চাওয়ামাত্র অথবা স্বল্পকালীন নোটিশে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ি (money at call and short notice), বিভিন্ন প্রকার লগ্নীকৃত সম্পত্তি ইত্যাদি। অপরদিকে, দেনার (liabilities) দিকে থাকে আদায়িকৃত মূলধন (paid-up capital), সংরক্ষিত তহবিল, চলতি আমানত, মেয়াদি আমানত, অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ইত্যাদি। বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের সমস্ত সম্পত্তি এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাংক সাধারণত তিনটি নীতি মেনে চলে। এগুলি হল : নিরাপত্তা (safety), সম্পত্তির তারল্য (liquidity), এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা (profitability)।

1. নিরাপত্তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক হল মুনাফা-অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত জনসাধারণের আমানতের সমস্ত অংশটাই ঋণ দিতে পারলে তার লাভ হবে। কিন্তু আমানত আবার ব্যাংকের দেনা। আমানতকারী যে-কোনো সময় তার আমানত তুলে নিতে পারে এবং ব্যাংক তা ফেরত দিতে বাধ্য। চাওয়ামাত্র আমানতকারীর অর্থ ফেরত দিতে না পারলে আমানতকারী ব্যাংকের ওপর আস্থা বা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থার সৃষ্টি হলে সারা দেশে ব্যাংকে ধর্না (run) পড়ে যায় ও দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয়, সেজন্য বিচক্ষণ ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোট আমানতি অর্থের কিছু অংশ নগদ টাকা হিসাবে জমা রাখে যাতে আমানতকারীর চাহিদা মেটানো যায়। এই ব্যাংক "নিরাপত্তার" সীমা বিচার করে তার মোট অর্থ বা সম্পত্তি ঋণগ্রহীতার মধ্যে বণ্টন করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

2. সম্পত্তির তারল্য

আমানতকারী ও ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ব্যাংক তরল সম্পত্তি ধরে রাখতে চায়। যে সব সম্পত্তি সহজে নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য, তাকে তরল সম্পত্তি বলে। নগদ অর্থই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি। ব্যাংক যদি অত্যধিক পরিমাণে তরল সম্পত্তি হাতে রাখে তাহলে তার কোনো আয় হয় না বা আয় কম হয়। অথচ ব্যাংক মুনাফা-সন্ধানী প্রতিষ্ঠান। অতএব, সম্পত্তির তারল্য ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে, এই দুটির মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। ব্যাংককে এই দুটি নীতির সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। বিচক্ষণ ব্যাংকব্যবসায়ী এই দুটি নীতির মধ্যে মীমাংসা বা সামঞ্জস্য সাধন করে।

Scanned with CamScanner

3. মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা

শুধুমাত্র তারল্য ও নিরাপত্তা নীতির দ্বারা পরিচালিত হলে, ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অর্থ বা সম্পত্তি বিভিন্ন খাতে এমনভাবে বণ্টন করে যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। অথচ, তারল্য ও মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনার মধ্যে যে বিরোধ আছে, তা অনেকটা দড়ি টানাটানি (tug-of-war) খেলার মতো। বিচক্ষণ ব্যাংক-ব্যবসায়ী তার সম্পত্তি এমনভাবে বণ্টন করে, যাতে তারল্য ও মুনাফার সম্ভাবনা বলবৎ থাকে। আমানতকারীর চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনমতো তরল সম্পত্তি হাতে রেখে, তার অর্থ দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রে বিনিয়োগ ও ব্যবসাদারকে ঋণদান করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

তাহলে দেখা গেল যে ব্যাংক ব্যবসায়ীর সম্পত্তির থলি এমন নয় যে, থলিটি যুগপৎ নিরাপদ, তরল এবং অত্যধিক মুনাফা-প্রদায়ী। কার্যত, ব্যাংক ব্যবসায়ীর এই উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে বিরোধ আছে। তাই ব্যাংক এই তিনটি মূল নীতির বা উদ্দেশ্যের মধ্যে সংগতিসাধন বা বিনিময়করণের (trade-off) চেষ্টা করে। কার্যত, দু-ধরনের বিনিময়করণ দেখা যায়— প্রথমটি হল নিরাপত্তা এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়টি হল তারল্য এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা।

যে-কোনো ধরনের ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি ও বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত প্রতিদানের হারের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যদি অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে, তাহলে হয়তো ব্যাংকের ওপর জনসাধারণের আস্থা বা বিশ্বাস নষ্ট হতে পারে। এই অবস্থায় ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে পারে। আবার, ব্যাংক যদি তার সম্পত্তির থলিটি নিরাপদ করতে ব্যস্ত থাকে, তাহলেও মুনাফা কম হবে। অর্থাৎ, নিরাপত্তা ও মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনার মধ্যে আপাতবিরোধ থাকায়, ব্যাংক এই উদ্দেশ্যের মধ্যে বিনিময়করণের চেষ্টা চালিয়ে যায়।

অনুরূপভাবে, তারল্য ও মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনার মধ্যে অসংগতি থাকায় ব্যাংককে এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে বিনিময়করণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ব্যাংক তার সম্পত্তি যত তরল আকারে রাখবে, ততই তার মুনাফা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত হবে। তাই প্রয়োজন তারল্য ও মুনাফার সম্ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা।

28.1 নং তালিকাতে ব্যাংকের সম্পত্তির একটি হিসাব দেওয়া হল। গুরুত্ব অনুসারে সম্পত্তিগুলিকে সাজানো হয়েছে। তালিকাটি ধরে যদি নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে যাওয়া যায় তাহলে ব্যাংকের নগদ অবস্থা বা তারল্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হবে। আবার, তালিকাটি ধরে ওপর থেকে নীচের দিকে নামলে দেখা যায়, তারল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় বলে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে, কোনো ব্যাংক তার বিভিন্ন সম্পত্তিতে কত টাকা খাটাবে, তা দেশ ও সময় অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। সম্পত্তির এই বণ্টন নির্ভর করে দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা ব্যবসায়ের অবস্থা, দামস্তর, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি ইত্যাদির ওপর। তবে, মুনাফার আশা থাকায় ব্যাংক অপেক্ষাকৃত কম তরল সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে।

তালিকা 28.1 : বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পত্তির হিসাব

সর্বাধিক ↑ তরলতা ↓ ন্যূনতম	1. ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা 2. ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা 3. চাওয়ামাত্র বা স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ি 4. বাণিজ্যিক হুন্ডি ও সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োগ 5. ঋণ ও অগ্রিম 6. অন্যান্য পাওনা	ন্যূনতম ↑ লাভজনকতা ↓ সর্বাধিক

28.5 বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া (The Process of Credit Creation by Commercial Banking System)

ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, বিচক্ষণ স্বর্ণকারেরা আমানতি প্রমাণপত্র ব্যবসায়ীকে ধার দিয়ে অর্থোপার্জন করত। স্বর্ণকারদের মতো বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অর্থের জোগানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করে, তা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

ঋণ সৃষ্টি বলতে ঋণ ও অগ্রিম মারফত আমানত বৃদ্ধি করার ক্ষমতাকে বোঝায়। ঋণ বলতে ঋণদানকে বোঝায় হচ্ছে এবং সৃষ্টি বলতে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণকে বোঝায়। যেহেতু "প্রতিটি ঋণই আমানত সৃষ্টি করে", সেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি বলতে প্রাথমিক আমানতের কয়েকগুণ বেশি আমানত বা ঋণ সৃষ্টি করাকেই বোঝায়।

অতীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে কিনা, তা নিয়ে মতদ্বৈধ ছিল। একদল বিশ্বাস করতেন যে আমানতকারী ব্যাংকে যে টাকা জমা দেয় তার অতিরিক্ত কোনো টাকাকড়ি ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা ব্যাংকগুলির নেই। এদের যুক্তি হল নিম্নরূপ : মনে করো, কোনো ব্যক্তি কোনো একটি ব্যাংকে 1,000 টাকা আমানতি হিসাব খুলল। ওই ব্যাংকটি সর্বসাকুল্যে ওই 1,000 টাকার অতিরিক্ত ঋণ অন্য কাউকে দিতে পারবে না। আবার, যেহেতু আমানতকারী তার আমানতের কিছুটা ব্যাংক থেকে তুলে নিতে পারে, সেহেতু কার্যত ব্যাংকটি অপর ব্যক্তিকে 1,000 টাকার বেশি ঋণ দেবে। স্বভাবতই, এই অবস্থায় ব্যাংকগুলি একত্রে কোনো ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

এই যুক্তি অবশ্য সর্বতোভাবে সত্য নয়। কারণ, এটাও ঠিক যে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়, তার কিছু অংশ আবার আমানতের আকারে ব্যাংকে এসে জমা পড়ে এবং ওই আমানতি জমার কিছুটা অংশ আবার ঋণ হিসাবে অন্য কাউকে দিতে পারে। অর্থাৎ, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যেহেতু ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে সেহেতু তারা আমানত বৃদ্ধি করতে পারে। তাই স্লোগান হল : "প্রতিটি ঋণই আমানত সৃষ্টি করে" ("Every loan creates a deposit")। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ব্যাংক আমানত মারফত ঋণ সৃষ্টি করতে পারে, এটি একটি স্বীকৃত ঘটনা। অধ্যাপক সেয়ার্সের মতে : "ব্যাংকগুলি শুধুমাত্র অর্থের সরবরাহকই নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যাংকগুলি হল অর্থের সৃষ্টিকর্তা" ("Banks are not merely purveyors of money, but also, in an important sense, manufacturers of money")।

ব্যাংক আমানতের উদ্ভব দুভাবে হতে পারে। **প্রথমত**, কোনো ব্যক্তি তার উদ্বৃত্ত অর্থ নিজেই উদ্যোগী হয়ে ব্যাংকে জমা দিতে পারে। এ ধরনের আমানতকে প্রকৃত আমানত বা প্রাথমিক আমানত বা গৌণ আমানত বলে। **দ্বিতীয়ত**, ব্যাংক কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে নিজের উদ্যোগে আমানত সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংক ব্যক্তিটিকে নগদ অর্থের আকারে ঋণ না দিয়ে ওই ব্যক্তির নামে আমানতি হিসাব খুলে দেয়। এ ধরনের আমানতকে সৃষ্ট আমানত বা ঋণ আমানত বা উদ্ভূত আমানত বা সক্রিয় আমানত বলে।

ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা অনুমান করে নিচ্ছি যে, দেশে অনেকগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে এবং লেনদেন সম্পাদিত হয় চেকের মাধ্যমে। ব্যাংক কোনো ব্যক্তিকে ঋণ নগদ অর্থের আকারে না দিয়ে ওই ব্যক্তির নামে একটি আমানতি জমার হিসাব খুলে দেয় এবং টাকা তুলে নেওয়ার জন্য চেক প্রদান করে। এখন ওই ঋণগ্রহীতা চেক কেটে তার প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক থেকে সময়ান্তরে তুলে নিতে পারে বা অন্য কাউকে চেক প্রদান করতে পারে। চেক প্রাপকেরা ওই চেকগুলি নিজ নিজ ব্যাংকে জমা দেয়। ব্যাংক তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে আমানতকারীরা ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখে, তার সামান্য কিছুদিন পরে চেক কেটে তুলে নেয়। ফলে আমানতের অনেকটাই ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত থাকে। সুতরাং, ব্যাংক আমানতকারীদের আমানত তুলে নেওয়ার চাহিদা মেটানোর জন্য আমানতের কিছু অংশ নিজের হাতে রেখে, বাকি টাকা নিশ্চিন্তে ঋণে খাটাতে বা লগ্নি করতে পারে। কত টাকা এইভাবে ব্যাংক রিজার্ভ হিসাবে নিজের কাছে রাখবে, তা দেশের আইন বা রীতিনীতির ওপর নির্ভর করে। ধরা যাক, ব্যাংকগুলি তাদের 10% টাকা রিজার্ভ হিসাবে রেখে দেয়। একে বলে ন্যূনতম নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (minimum cash reserve ratio) ব্যাংক নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের অতিরিক্তটাই ঋণ হিসাবে কাউকে দিতে পারে।

ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যার জন্য আমরা একটি ব্যাংকের 'ব্যালান্স শিট' বিবেচনা করছি। ব্যালান্স শিটের দুটি দিক থাকে—বাঁদিক ও ডানদিক। বাঁদিকে দায় ও ডানদিকে সম্পত্তিগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। 'A' ব্যাংকের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যালান্স শিট পরের পাতায় তালিকাটিতে দেখিয়েছি। আমানত, ব্যাংকের দায় এবং সম্পত্তি হল নগদ সংরক্ষিত অনুপাত এবং ঋণ। Double-entry হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে দায় ও সম্পত্তি সমান হয়ে থাকে। যেমন করো, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে 'A' ব্যাংক 1,000 টাকার আমানত পেল। ব্যাংকটি আমানতকারীর নগদ অর্থের সুবিধা মেটানোর উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী ওই জমার 10% নগদ সংরক্ষিত অনুপাত হিসাবে আলাদা করে জমা রাখে। এই অবস্থায় ব্যাংকটি 100 টাকা নগদ সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে হাতে রেখে বাকি 900 টাকা কোনো ব্যক্তিকে ঋণ মঞ্জুর করতে পারে। এই অবস্থায় 'A' ব্যাংকের ব্যালান্স শিট পরের পাতার অনুরূপ হয় :

Scanned with CamScanner

'A' ব্যাংকের ব্যালান্স শিট

দায় (টাকায়)		সম্পত্তি (টাকায়)	
আমানত	1,000	সংরক্ষিত অনুপাত	100
		ঋণ	900
মোট	1,000	মোট	1,000

এখন ধরে নেওয়া যাক যে নগদ অর্থের কোনো ছিদ্র নেই (no leakage of cash)। এর অর্থ হল এই যে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ ঋণ মঞ্জুর করে, তার সবটাই ঋণগ্রহীতা নিজ ব্যাংকে জমা দেয়। ধরা যাক এই অবস্থায় 'A' ব্যাংক মঞ্জুরিকৃত 900 টাকার ঋণ, ঋণগ্রহীতা 'B' ব্যাংকে জমা দেয়। ব্যাংক 'B' আবার ওই আমানতের 10% নগদ মজুরি হিসাবে রেখে দিয়ে বাকি 810 টাকা অপর কাউকে ঋণ হিসাবে দিয়ে দেবে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলো তাদের আমানতের অর্থ-এর মতো ঋণ মঞ্জুর করার সুযোগ ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ না তা পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে পারে। এ বার হিসাব করলে দেখা যাবে যে, ব্যাংকে 1,000 টাকা জমা পড়ায় মোট আমানত সৃষ্টি হয়েছে (1,000 টাকা + 900 টাকা + 810 টাকা + 729 টাকা + ...) = 10,000 টাকা। প্রক্রিয়াটি নীচের কল্পিত দৃষ্টান্তে দেখানো হল :

	দায় (টাকায়)		সম্পত্তি (টাকায়)	
ব্যাংক A	আমানত	1,000	সংরক্ষিত অনুপাত	100
			ঋণ	900
	মোট	1,000	মোট	1,000
ব্যাংক B	আমানত	900	সংরক্ষিত অনুপাত	90
			ঋণ	810
	মোট	900	মোট	900
ব্যাংক C	আমানত	810	সংরক্ষিত অনুপাত	81
			ঋণ	729
	মোট	810	মোট	810

প্রাথমিক আমানত 100 টাকার এবং 10 শতাংশ নগদ সংরক্ষিত তহবিলের ভিত্তিতে মোট অর্থের জোগানের (সাংকেতিক ভাষায় ΔM) পরিমাণ হল :

$$\Delta M = \text{টাকা } 1,000 + 900 + 810 + 729 + \ldots\ldots +$$

$$\Delta M = \text{টাকা } 1,000\ [1 + 0{\cdot}9 + (0{\cdot}9)^2 + (0{\cdot}9)^3 + \ldots\ldots + (0{\cdot}9)^n]$$

বন্ধনীর ভেতরকার গুণোত্তর শ্রেণির যোগফল হল

$$\Delta M = 1,000 \text{ টাকা } \left(\frac{1}{1-0{\cdot}9}\right)$$

$$\Delta M = 10,000 \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ, ব্যাংকগুলি তাদের প্রাথমিক আমানতের দশগুণ আমানত সৃষ্টি করছে। একেই বলে ঋণ গুণক[1] যার মান হল 10। সূত্রের সাহায্যে ঋণ সৃষ্টির গুণক প্রক্রিয়াটি এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\Delta M = \Delta D \cdot \frac{1}{r}$$

[1] The money supply multiplier summarises the logic of how banks create money. The entire banking system can transform an initial increase his reserves into multiplied amount of new deposits or bank money.
P. A. Samuelson and W. D. Nordhaus

এখানে ΔM হল অর্থের জোগানের বৃদ্ধি,
ΔD হল প্রাথমিক আমানত এবং
r হল নগদ সংরক্ষিত অনুপাত।

আলোচ্য দৃষ্টান্তে নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (বা, সাংকেতিক ভাষায় r) 10% বা 0·1 হওয়ায় আমানতি গুণকের (deposit multiplier) সংখ্যাগত মান হল 10। অপরদিকে, সংরক্ষিত অনুপাত বেড়ে 20% বা 0·2 হলে গুণকের সংখ্যাগত মান কমে 5 হবে।

প্রসঙ্গত বলা ভালো যে আমানতি গুণকের এই গাণিতিক প্রগতির (geometrical progression) প্রক্রিয়াটি কেইনসীয় বিনিয়োগ গুণকের অনুরূপ।

নীচের চিত্রের সাহায্যে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি দেখানো যেতে পারে :

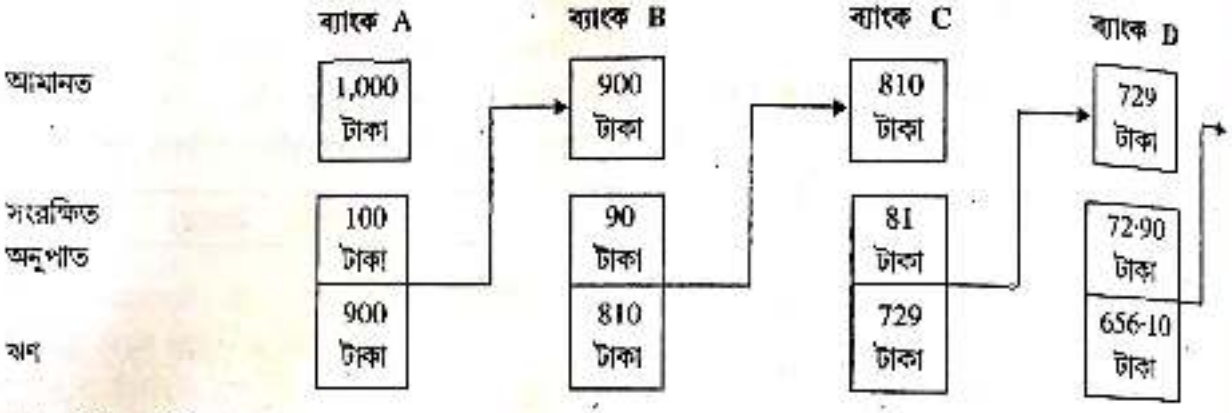

ঋণ সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা

অবশ্য ব্যাংকগুলির পক্ষে এইভাবে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা আছে।

[a] নগদ অর্থের ছিদ্র (Cash leakage) : ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে নগদ অর্থের কোনো ছিদ্র নেই। এর অর্থ হল যে ব্যাংকগুলি যে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করে, তার সবটাই ঋণগ্রহীতা অন্য ব্যাংকে জমা দেয়। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে প্রতিটি ঋণই (সমপরিমাণ) আমানত সৃষ্টি করে। কিন্তু, বাস্তবে এরকম নাও হতে পারে। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা তার প্রাপ্ত ঋণের সবটাই ব্যাংকে আমানত হিসাবে না রেখে, কিছুটা নগদ টাকায় তুলে নিতে পারে। এই অবস্থায় স্বভাবতই, পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাংকের আমানত হ্রাস পাবে। আর, আমানত হ্রাস পেলে, ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা সংকুচিত হবে।

[b] নগদ টাকা ব্যবহারের আধিক্য (More use of cash) : দেশের লোক যদি বিনিময় কাজে চেক অপেক্ষা নগদ টাকা বেশি ব্যবহার করে, তবে ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃষ্টির ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং, ব্যাংক-ব্যবস্থা কী পরিমাণ টাকাকড়ি সৃষ্টি করতে পারে, তা ওই দেশের লোকে কী পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যবহার করে তার ওপর নির্ভর করে।

[c] ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত (Minimum reserve ratio) : আমরা আমানতি গুণক বা ঋণ গুণক সূত্রে দেখেছি যে, টাকাকড়ি সৃষ্টির পরিমাণ তথা গুণকের মান নির্ভর করে 'r'-এর মান বা ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতের পরিমাণের ওপর। এই অনুপাতটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দেয়। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অনুপাতটি বাড়িয়ে (কমিয়ে) দেয় তাহলে ব্যাংকের ঋণ সৃজনের ক্ষমতা সংকুচিত (সম্প্রসারিত) হবে।

[d] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি : ব্যাংকগুলির ঋণ সৃষ্টির সম্ভাব্য ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দিয়ে অথবা খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে ব্যাংকগুলির ঋণদান ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে। ফলস্বরূপ, নতুন অর্থের সৃষ্টি হ্রাস পাবে বা আমানতি গুণক দুর্বল হবে।

[e] ব্যাবসাবাণিজ্যের অবস্থা : ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আবার দেশের ব্যাবসাবাণিজ্যের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। দেশের ব্যাবসাবাণিজ্যে মন্দার অবস্থা দেখা দিলে, ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত বোধ করে। অর্থাৎ, ব্যাংক ঋণ তথা আমানতের পরিমাণ কম হবে এবং দেশের মোট অর্থের জোগান হ্রাস পাবে। সমৃদ্ধির অবস্থাতে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটবে।

তবুও আমরা বলতে পারি যে ব্যাংকগুলি ঋণ সৃষ্টি করতে পারে, তবে সীমিতভাবে।

Scanned with CamScanner

28.6 কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা (Origin and Definition of Central Bank)

আধুনিক যুগে প্রতিটি স্বাধীন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত সরকারের অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণ করা যায় না। তাই, অনেকে মনে করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক সভ্যতার অন্যতম উদ্ভাবন (invention)।

উৎপত্তি

প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। যদিও 1656 সালে সুইডেনে Riksbank নামে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হয় এবং গ্রেট ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় 1694 সালে। তথাপি 1844 সাল থেকে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডই প্রকৃত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক—Federal Reserve Bank—প্রতিষ্ঠিত হয় 1913 সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অধিকাংশ দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে উঠে। বর্তমানে সারা বিশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা প্রায় 175টিরও বেশি।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া' (1935), পাকিস্তানের 'ব্যাংক অফ পাকিস্তান'। অন্যদিকে, আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখা যায়। সেখানে একটির পরিবর্তে এক ডজন কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে—নাম 'ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকস'। এই বারোটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেন্দ্রীয় সংস্থা হল ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড।

নোট প্রচলনের বিশেষ অধিকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস জড়িত। বিংশ শতাব্দীর আগে সরকার নোট প্রচলনের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যাংকের হাতে তুলে দেয়। ইতিমধ্যে, প্রতিটি দেশেই বিভিন্ন ব্যাংক স্থাপিত হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ব্যাপক হারে কাগজি নোটের প্রচলন করা হয়। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন ব্যাংক প্রচলিত কাগজি নোটের মধ্যে সংগতি আনার জন্য ও নোট প্রচলন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি দেশ আইন করে একটি ব্যাংকের ওপর নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার অর্পণ করে। 1814 সালে হল্যান্ডে, 1844 সালে ইংল্যান্ডে এই অবস্থার উদ্ভব হয়। নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার অর্জিত ব্যাংকের নামই কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সংজ্ঞা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ কাজ। তথাপি, কার্যাবলির ভিত্তিতেই এই ব্যাংকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশে এমন একটি ব্যাংক আছে, যার কাজ হল টাকাকড়ির বাজারের নেতা হিসাবে কাজ করা, ধাতব ও কাগজি মুদ্রা প্রচলন করা, সরকার ও দেশের ব্যাংকগুলির ব্যাংক হিসাবে কাজ করা। এই ধরনের ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল দেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। পিরামিডের মতো ব্যাংক-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

অধ্যাপক স্টিফেনসনের মতে : "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এমন প্রতিষ্ঠান, যা দেশের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনয়ন ও মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে সচেষ্ট থাকে।" স্টিফেনসনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অধ্যাপক ডি. কক (Prof. D. Cock) বলেন : "জনস্বার্থে কাজ করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল লক্ষ্য, মুনাফা অর্জন নয়।" অধ্যাপক স্যামুয়েলসন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, এটি "অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক। এর কাজ হল আর্থিক ভিত (monetary base) নিয়ন্ত্রণ করা এবং 'উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অর্থ' (high powered money) নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণ করা।"

28.7 কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Central Bank)

দেশভেদে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির বিভিন্নতা দেখা যায়। উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির গুরুত্ব অনেক বেশি। নিম্নলিখিত কাজের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় কার্যাবলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। এই কাজগুলিকে গতানুগতিক বা চিরাচরিত কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি নিম্নরূপ :

(a) অর্থ প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার

পূর্বে নোট প্রচলনের বিশেষ অধিকার রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই বিশেষ অধিকার রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে তুলে দেয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচলিত নোটের মধ্যে একরূপত্ব বা সংগতি (uniformity) আনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়

Scanned with CamScanner

ব্যাংকের ওপর এই অধিকার অর্পণ করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের কাগজি মুদ্রার একমাত্র প্রচলনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হলে, লেনদেনে নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিতে বাধ্য। এই সমস্ত কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই অর্থের জোগানদাতা হিসাবে কাজ করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এক টাকার নোট, এক টাকার ধাতব মুদ্রা বা স্বল্পমূল্যের ধাতব মুদ্রা (25 পয়সা, 10 পয়সা ইত্যাদি) ব্যতীত যাবতীয় কাগজি মুদ্রা প্রচলন করে। উক্ত মুদ্রাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বাজারে ছাড়ে।

[b] বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে। আইনগতভাবে বা প্রথাগতভাবে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে বাধ্য। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রয়োজনমতো ঋণ দেয়। আবার, প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা সংকুচিত করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়দাতা (lender of the last resort)। ব্যাংকগুলির কোনো আর্থিক সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের সাহায্য করে। ব্যাংকগুলির হঠাৎ নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক হুন্ডি বাট্টা করে, ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণপত্র কিনে ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে।[1]

[c] সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে। এই ব্যাংক সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখে। সরকারের আয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে। প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয় ও সরকারি ঋণ পরিচালনা করে। বর্তমানকালে সরকারের আর্থিক লেনদেনে নানাবিধ জটিলতা আছে। সুপরিকল্পিতভাবে এই জটিলতা দূর করতে না পারলে, টাকাকড়ির বাজারে ও লগ্নিপত্রের বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শও দিয়ে থাকে।

[d] ঋণের নিয়ন্ত্রক

ঋণভিত্তিক আধুনিক সমাজে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ অর্থের মোট জোগানের একটি বিরাট অংশ। বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফার আশায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ঋণের সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক সংকট [মুদ্রাস্ফীতি] ডেকে আনতে পারে। আবার, প্রয়োজনের সময়ে ঋণের সংকোচন করে মুদ্রাসংকোচনের সৃষ্টি করতে পারে। এমতাবস্থায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ঋণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রসমূহ [ব্যাংক রেট, খোলাবাজারি কার্যকলাপ ইত্যাদি] দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ক্ষমতাবলে দেশে মোট ঋণের জোগানকে প্রভাবিত করে অভ্যন্তরীণ দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করে, ব্যবসাবাণিজ্যের ওঠানামা [বাণিজ্যচক্র] প্রতিরোধ করে, পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করে।

[e] বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের সংরক্ষক

বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর তহবিল সংরক্ষণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। নোট প্রচলন ও বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতার অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ দামস্তরে স্থিরতা আনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়। দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করা এবং এই বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বজায় রেখে অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

[1] কেউ কেউ মনে করেন যে এখনও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডই ঋণের শেষ আশ্রয়দাতারূপে কাজ করে। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের প্রথম আশ্রয়স্থল (lender of the first resort) হিসাবে কাজ করে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত ঋণের জন্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের দ্বারস্থ হয় না। যে সময় আর্থিক সংকট দেখা দিলে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সরাসরি বাট্টা বাজারে (London discount market) যায়। এই বাজার অসমর্থ হলে বাণিজ্যিক ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের দ্বারস্থ হয়। তাই একমাত্র এটি ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই ঋণের শেষ আশ্রয়দাতা।

Scanned with CamScanner

এই কার্যাবলি ছাড়াও ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক লেনদেন মেটানোর জন্য ক্লিয়ারিং হাউস (clearing house) পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও বিশ্লেষণ করা, শিল্প ও কৃষিতে ঋণের সুযোগ করে দেওয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে অন্যতম।

[2] অনুন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

অনুন্নত বা বিকাশমান দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কয়েকগুলি [অতিরিক্ত উন্নয়নমূলক] কাজ করতে হয়। টাকাকড়ির বাজার ও মূলধনের বাজারের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করা, ব্যাংক ব্যবস্থা মজবুত করা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ জোগানকারী নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে উৎসাহিত করা, দেশীয় মহাজনদের প্রভাব কম করা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নমূলক কাজের অন্তর্গত। এককথায়, দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করা এই সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। উন্নত দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় অসম্পূর্ণতা না থাকায় সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রণী হতে হয় না। তাই বলা হয়ে থাকে যে, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধুমাত্র ঋণের নিয়ন্ত্রক হিসাবেই কাজ করে না। এই দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল একটি শক্তিশালী উন্নয়ন সংস্থা (potential development agency)।

১২.৪ কাগজি মুদ্রার প্রচলন নীতি ও পদ্ধতি (The Principles and Methods of Note Issue)

কাগজি মুদ্রা প্রচলনের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। কাগজি মুদ্রা প্রচলন সম্পর্কে দুটি প্রধান নীতি দেখতে পাওয়া যায় [a] কারেন্সি নীতি ও [b] ব্যাংকিং নীতি। এই নীতি দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

[a] কারেন্সি নীতি : কারেন্সি নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কাগজি নোট হল ধাতব মুদ্রার বিকল্প। সুতরাং কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য সমমূল্যের ধাতু [সোনা বা রুপা] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হবে। এর ফলে কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে কোনো ব্যক্তি সোনা বা রুপা দাবি করলে তা মেটানো সম্ভব হবে। এই নীতি গৃহীত হলে অত্যধিক কাগজি মুদ্রা প্রচলনের সম্ভাবনা ও বিপদ থাকে না।

[b] ব্যাংকিং নীতি : ব্যাংকিং নীতিতে বলা হয় যে, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কাগজি মুদ্রা প্রচলন করা হয়। কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য কী পরিমাণ ধাতু [যেমন সোনা বা রুপা] জমা রাখতে হবে তা সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকই স্থির করে দেবে।

বাস্তবক্ষেত্রে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ব্যাংকিং নীতিই অনুসরণ করা হয়। কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য প্রত্যেক দেশেই কিছু পরিমাণ ধাতু জমা রাখতে হয় এবং কোনো দেশেই কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য সমমূল্যের সোনা বা রুপা জমা রাখা হয় না।

কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য কয়েকগুলি পদ্ধতি দেখা যায়। এগুলি হল নিম্নরূপ :

[a] স্থির ফিডিউশিয়ারি ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System) : এই ব্যবস্থা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত কাগজি মুদ্রা ছাপানো হলে তার জন্য কোনো সোনা জমা রাখতে হয় না। ওই পরিমাণকেই ফিডিউশিয়ারি সীমা বলা হয় এবং ওই সীমা পর্যন্ত নোট প্রচলনের জন্য সরকারি ঋণপত্র জমা রাখতে হয়। ফিডিউশিয়ারি সীমার বেশি কাগজি মুদ্রা প্রচলন করতে হলে প্রতিটি কাগজি মুদ্রার জন্য সমপরিমাণ সোনা জমা রাখতে হয়। দেশের প্রয়োজনমতো ফিডিউশিয়ারি সীমা উঁচুতে তোলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে অপ্রয়োজনীয় সোনা জমা রাখতে হয়, কাজেই এই পদ্ধতিটি স্থিতিস্থাপক নয়। এ ছাড়া জমা রাখা সোনা প্রয়োজন হলেও কাজে লাগানো যায় না। ইংল্যান্ডে একসময় এই ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমানে এই ব্যবস্থা প্রায় উঠে গেছে।

[b] উচ্চতম/সর্বাধিক ফিডিউশিয়ারি ব্যবস্থা (Highest/Maximum Fiduciary System) : এই ব্যবস্থা অনুসারে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট উচ্চতম বা সর্বাধিক সীমা পর্যন্ত কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য কোনো জমা রাখতে হয় না। সাধারণত এই সীমা ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উঁচুতে ধার্য করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে কাগজি মুদ্রাব্যবস্থা খুবই নমনীয় এবং প্রয়োজনমতো কোনো জমা না রেখেই কাগজি মুদ্রা ছাপানো যায়।

Scanned with CamScanner

[c] আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System) : এই ব্যবস্থা অনুসারে কাগজি মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত সোনায় বা বৈদেশিক মুদ্রায় জমা রাখতে হয়। যেমন, 1956 সালের আগে কাগজি মুদ্রা ছাপানোর জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাংককে মোট কাগজি মুদ্রার 40% সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হত। এই ব্যবস্থা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ নয়, কারণ কাগজি মুদ্রা ছাপাবার জন্য সমপরিমাণ সোনা জমা রাখতে হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ নমনীয় নয়, কারণ কাগজি মুদ্রা ছাপতে হলে আনুপাতিক সোনা জমা রাখতে হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজি মুদ্রার জোগান তাড়াতাড়ি বাড়ানো যায় না।

[d] ন্যূনতম জমা ব্যবস্থা (Minimum Reserve System) : এই ব্যবস্থা অনুসারে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ন্যূনতম জমা রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমতো কাগজি মুদ্রার পরিমাণ বাড়াতে পারে। এই ব্যবস্থা 1956 সাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্তমানে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে ন্যূনতম 200 কোটি টাকা রিজার্ভ রাখতে হয়; এর মধ্যে অন্তত 115 কোটি টাকা রিজার্ভ রাখা হয় সোনায় এবং অবশিষ্ট 85 কোটি টাকা রিজার্ভ রাখতে হয় বৈদেশিক মুদ্রায়। এই ন্যূনতম রিজার্ভ রেখে যতখুশি কাগজি মুদ্রা ছাপানো যায়। এই ব্যবস্থার ফলে কাগজি মুদ্রাব্যবস্থা খুব নমনীয় হয়। কারণ ন্যূনতম রিজার্ভ রেখে অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজনমতো কাগজি মুদ্রা ছাপানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কাগজি মুদ্রা খুব বেশি পরিমাণে ছাপানোর জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

28.9 কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Central Bank and Commercial Bank)

যে-কোনো অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি, গুরুত্ব ইত্যাদি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ও গুরুত্বের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মৌলগত পার্থক্য নিম্নরূপ :

1. ভিন্ন উদ্দেশ্য : প্রথম পার্থক্যটি উভয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু মুনাফার আশায় কারবার করে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থব্যবস্থার ক্রিয়াপ্রণালী নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় থাকে। এককথায়, জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কারবার করে। জনসেবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য, বাণিজ্যিক ব্যাংকের নয়।

2. কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার শিরোমণি বলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে।

3. সরকারের ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংককে এই জাতীয় কাজ করতে দেওয়া হয় না।

4. আমানত গ্রহণ ও ঋণদান : যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক সমূহের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে, সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। অপরদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। এককথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকসংক্রান্ত কাজকর্ম করে না।

5. নোট প্রচলনের অধিকার : নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের, অন্য কোনো ব্যাংক এই ক্ষমতার অধিকারী নয়।

6. বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণের সংরক্ষক বলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অপরদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচা করে থাকে।

অতএব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক—ব্যাংক হলেও এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

28.10 উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থার পটভূমিকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব (Role of a Central Bank in the Context of a Developing Economy)

পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশে এমন একটি ব্যাংক আছে, যার কাজ হল অর্থের বাজারে নেতা হিসাবে কাজ করা ও অর্থের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা, ধাতব ও কাগজি মুদ্রার প্রচলন করা, সরকার ও দেশের অন্যান্য ব্যাংকগুলির ব্যাংকার হিসাবে কাজ করা। এই ধরনের ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এমন এক সময় ছিল, যখন কেন্দ্রীয়

Scanned with CamScanner

তাই বলা যায় যে, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকর্তা ও উন্নয়নকর্তা হিসাবে কাজ করে। সবদিক থেকে বিবেচনা করে বলা হয় যে, প্রতিটি দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপন করা অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনোমতেই 'ব্যয়বহুল বিলাস প্রতিষ্ঠান' নয়। এটি একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উন্নয়ন সংস্থা।

28.11 কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতি বা ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Monetary Policy or Credit Control Methods of a Central Bank)

ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

অর্থের জোগানের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থের জোগান বলতে জনসাধারণের হাতে টাকাকড়ি এবং ব্যাংক আমানতের জোগানকে (অর্থাৎ, $M = Cp + D$) বোঝায়। ব্যাংক আমানতকে ব্যাংক দ্বারা সৃষ্ট টাকাকড়ি বা ঋণ টাকাকড়ি বলা হয়। তাই বর্তমানের ঋণভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় অর্থের জোগানের একটি বিরাট অংশ হল বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণ। ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু, ঋণের অযৌক্তিক সম্প্রসারণ বা সংকোচন, অর্থব্যবস্থায় দুর্দশা ডেকে আনতে পারে। অথচ, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অত্যধিক মুনাফার তাড়নায় দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রেখে ঋণের সম্প্রসারণ বা সংকোচন করে থাকে। তাই প্রয়োজন হল ঋণের নিয়ন্ত্রণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ঋণের নিয়ন্ত্রণকর্তা। বর্তমান ঋণভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় অর্থের জোগানের একটি বিরাট অংশ হল বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণ। অর্থের মূল্যে বা দামস্তরের স্থিতিশীলতা আনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যথায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণের সম্প্রসারণে ও সংকোচনে লাগাম না থাকলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা অনিবার্য। তাই, আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্থিরতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

স্বর্ণমানের যুগে অর্থের বহির্মূল্যের বা দেশীয় বা বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনা ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল। 1930-এর দশকের শেষভাগে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ায় বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা আনা ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়। এই সময়ে বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতন এবং পূর্ণনিয়োগের স্তরে দেশকে নিয়ে যাওয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়, সেহেতু 'স্থায়িত্বের সাথে সম্প্রসারণ' (growth with stability) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে ঋণের অযৌক্তিক সম্প্রসারণ মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগায়। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমনভাবে ঋণ বণ্টনে সাহায্য করে যাতে একদিকে ঋণের অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় এবং অন্যদিকে এমনভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে যাতে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়। তাই, 'স্থায়িত্বের সঙ্গে উন্নয়ন' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে : [1] পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (quantitative credit control methods) এবং [2] গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (qualitative or selective credit control methods) পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতির সাহায্যে মোট ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ ও সংকোচন করা যায়। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অস্ত্রসমূহ হল : [a] ব্যাংক রেট, [b] খোলাবাজারি কার্যকলাপ এবং [c] পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত। অপরদিকে, নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপায়সমূহ হল : [d] কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অনুরোধ; [e] ঋণের রেশনিং এবং [f] ভোগকার্যে ঋণের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

1. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

আগেই বলা হয়েছে যে, যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো যায় তাকে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির অধীনে অস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা নীচে করা হল :

[a] ব্যাংক রেট : ব্যাংক রেট (Bank Rate) সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও নির্ভরযোগ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র। যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক বিল বা নিজ বাট্টা করে ঋণ দেয়, তাকে ব্যাংক রেট বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয়

Scanned with CamScanner

ব্যাংকের নিকট বিল বাট্টা করে ঋণ নেয় এবং তার জন্য যে সুদ দেয় তাকে ব্যাংক রেট বলে। ব্যাংক রেট এমন একটি অস্ত্র যার দুদিকে ধার (double-edged weapon) আছে। কারণ, ব্যাংক রেটের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যায়। ব্যাংক রেট বেড়ে (কমে) গেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার বাড়ে (কমে)। ব্যাংক রেট বেড়ে গেলে অর্থের জোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ব্যবসায়ীদের যে সুদের হারে টাকা ধার দেয়, তাকে বাজার সুদের হার বলে। ব্যাংক রেট ও বাজার সুদের হারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দেয়, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও বাজার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ব্যাংক রেট বেড়ে গেলে অর্থের জোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা সংকুচিত হয়। অপরদিকে, ব্যাংক রেট কমে গেলে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এইভাবে দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা ব্যাংক রেটের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারি স্বল্পমেয়াদি লেনদেনে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কিন্তু স্বল্পমেয়াদি সুদের হারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সুদের হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। যেমন, ব্যাংক রেট বৃদ্ধির ফলে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার [বা বাজার সুদের হার] বৃদ্ধি পায় বলে, ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পরিহারের চেষ্টা করে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রাদি বিক্রি করে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে। ব্যাংকগুলিও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রে বিনিয়োগ হ্রাস করে স্বল্পমেয়াদি মূলধনের দিকে ঝোঁকে। এর ফলেও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রের বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, ঋণপত্রের দাম কমে। এই দাম কমে যাওয়ার অর্থ হল দীর্ঘমেয়াদি সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়া। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হয়। বিনিয়োগ হ্রাস পেলে আয় স্তর, নিয়োগ স্তর, দামস্তর ইত্যাদি হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে, ব্যাংক রেট হ্রাসের অর্থ হল বাজার সুদের হার হ্রাস পাওয়া → দীর্ঘমেয়াদি সুদের হার হ্রাস পাওয়া → বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া → আয়, নিয়োগ, দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়া। তাহলে দেখা গেল যে, ব্যাংক রেট হল এমন একটি অস্ত্র যার দুদিকে ধার আছে।

ব্যাংক রেট পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের যে সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটে থাকে, তা কার্যত তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

[i] ঋণের চাহিদা : ব্যাংক রেট ঋণের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। ব্যাংক রেট হল কার্যত ঋণের দাম। স্বভাবতই এই দাম বেশি হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কম পরিমাণে বাণিজ্যিক হুন্ডি পুনর্বাট্টা করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে। ফলস্বরূপ ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা সংকুচিত হবে। আবার, ব্যাংক রেট বৃদ্ধির দরুন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও তাদের ঋণের দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়। মোট কথা, ব্যাংক রেট বৃদ্ধির দরুন ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়, ব্যাংক রেট হ্রাস করানো হলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

[ii] ঋণের জোগান : ব্যাংক রেটের পরিবর্তন ঋণের ব্যয় বা জোগানকেও প্রভাবিত করে। ব্যাংক রেট বৃদ্ধি পেলে ঋণের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। কারণ, ব্যাংক রেটের বৃদ্ধি ঋণের দাম বৃদ্ধিরই নামান্তর।

[iii] ঋণের প্রাপ্তি : ঋণের প্রাপ্তি লভ্যতাও (availability of credit) ব্যাংক রেট দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যাংক রেট বাড়ানো হলে ঋণের লভ্যতা হ্রাস পায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে কম পরিমাণ বিল পুনর্বাট্টা করে, তাহলে ব্যাংকগুলিরও ঋণদান ক্ষমতা সংকুচিত হয়।

সীমাবদ্ধতা : তবে ব্যাংক রেট পরিবর্তনের উক্ত প্রতিক্রিয়াগুলি বাস্তবে অতখানি স্বয়ংক্রিয় নয়। ব্যাংক রেটের কার্যকারিতা প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

[i] বাজারে সুদের হারের পরিবর্তন : ব্যাংক রেটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে সুদের হারও সমপরিমাণে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এবং এটি ব্যাংক রেটের কার্যকারিতার প্রয়োজনীয় শর্ত।

[ii] ঋণের বাজারের চরিত্র : ব্যাংক রেট নীতির সাফল্য টাকাকড়ির বাজার এবং ঋণপত্রের বাজারের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। উন্নত টাকাকড়ির বাজারে এবং ঋণপত্রের বাজারে ব্যাংক রেট নীতি সফল হয়।

কিন্তু, এই দুটি শর্ত পূরিত না হলে ব্যাংক রেট নীতি অসফল হয়। সাধারণত, বাজারের সুদের হার ব্যাংক রেটকে অনুসরণ করে চলে; কিন্তু সবসময় এমনটি নাও হতে পারে। কার্যত, অনুন্নত টাকাকড়ির বাজারে ব্যাংক রেট ও বাজার সুদের হারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা নাও দিতে পারে। ব্যাংকগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ তহবিল থাকলে ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বিল বাট্টা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক রেটের বৃদ্ধি করে ঋণের পরিমাণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না।

Scanned with CamScanner

অনুরূপভাবে, ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়তো ব্যাংক রেট কমাল, কিন্তু সেইসময় টাকাকড়ির বাজারে যদি এমন ধারণা থাকে যে ব্যাবসাবাণিজ্যের অবস্থা আশাপ্রদ নয় এবং ঋণ দেওয়া বিপজ্জনক, তাহলে ব্যাংক রেটের পরিবর্তন সত্ত্বেও বাজারে সুদের হার নাও কমতে পারে। উপরন্তু যেসব দেশ স্বল্পোন্নত এবং যেখানে ব্যাংকব্যবস্থা সুসংগঠিত নয়, সেইসব দেশে দেশীয় ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ব্যাংক রেট নীতির সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত টাকাকড়ির বাজারের ওপরই নির্ভরশীল নয়। এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উন্নত ধরনের ঋণপত্রের বাজার। আমরা আগেই দেখেছি যে, বিনিয়োগের ওপর ব্যাংক রেটের পরিবর্তনের প্রভাব নির্ভর করে দীর্ঘকালীন সুদের হারের পরিবর্তনের ওপর। এখন, ঋণপত্রের বাজার অসংগঠিত হলে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সুদের হারের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, তা অতখানি নিখুঁত বা যথাযথ নাও হতে পারে। এই অবস্থায় ব্যাংক রেট নীতির তীক্ষ্ণতা কিছুটা ভোঁতা হতে বাধ্য।

[iii] ব্যাবসায়িক মনস্তত্ত্ব : ব্যাংক রেট পরিবর্তনের দরুন যদি ধরে নেওয়া যায় যে বাজার সুদের হার বৃদ্ধি পাবে, তাহলেও ঋণের পরিমাণ হ্রাস নাও পেতে পারে। কারণ, ব্যাংক রেট নীতি তখনই সফল হতে পারে যদি ব্যাবসায়িক মনস্তত্ত্ব (business psychology) সম্পূর্ণ প্রতিকূল না হয়। যেমন, মন্দার সময়ে ব্যাংক রেট হ্রাস করে ব্যাবসায়িক জগতের হতাশার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো যায় না। আবার, সমৃদ্ধির সময়ে ব্যবসায়ীরা মনে মনে লাভের অঙ্ক সম্পর্কে এমন উচ্চ আশা পোষণ করে থাকেন যে সুদের হার অল্পস্বল্প বাড়লে এই উচ্চ হারে ঋণ নিতে তাঁরা কোনো দ্বিধাবোধ করেন না।

[iv] সরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ : সাম্প্রতিককালে ব্যাবসার ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ব্যাংক রেটের পরিবর্তে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়গুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

[v] ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দমনে ব্যর্থতা : ব্যাংক রেট সব ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দমনে সফল হয় না। মূলত দু-ধরনের মুদ্রাস্ফীতি—চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (demand-pull inflation) এবং ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (cost-push inflation)—দেখা যায়। ব্যাংক রেট ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সফল হয় না। আমরা জানি যে, যৌথ ব্যয়ের একটি বিরাট উপাদান হল মজুরি। শ্রমিক সংঘগুলি অতিরিক্ত মজুরি আদায়ে সমর্থ হলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বা শিল্পের মোট ব্যয়বৃদ্ধি পায়। মোট ব্যয়বৃদ্ধির দরুন সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পায়। মজুরি বৃদ্ধিজনিত বা ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাংক রেট বাগে আনতে অক্ষম।

তবে, এর অর্থ এই নয় যে ব্যাংক রেট ঋণ সংকোচন ও ঋণ সম্প্রসারণের ব্যাপারে একটি অত্যন্ত দুর্বল অস্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্যাংক রেটকে ঠান্ডাঘরে বন্দি (cold storage) করে রাখলেও এই যুদ্ধের পর থেকেই ব্যাংক রেট সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। 1950-এর দশকের গোড়ার দিক থেকেই ব্যাংক রেট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে উঠতে থাকে, এমনকি অনুন্নত অর্থব্যবস্থাতেও। সর্বোপরি, অনুন্নত অর্থব্যবস্থাতেও টাকাকড়ি ও ঋণপত্রের বাজার সময়ের তালে তালে উন্নত হওয়ায় ব্যাংক রেট অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে।

[b] খোলাবাজারি কার্যকলাপ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন নিজ উদ্যোগে তার সম্পত্তি [যেমন, সোনা, বিদেশি মুদ্রা, সরকারি ঋণপত্র ইত্যাদি] কেনা-বেচা করে, তখন তাকে খোলাবাজারি কার্যকলাপ (open market operations) বলে। ব্যাপক অর্থে, এটিই হল খোলাবাজারি কারবারের সংজ্ঞা। সংকীর্ণ অর্থে, খোলাবাজারি কারবার সরকারি ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমিত থাকে। এই অস্ত্রটির সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে ব্যাংক রেটের মতো এটিও দ্বিমুখী অস্ত্র।

খোলাবাজারি কারবার দুভাবে টাকাকড়ির বাজারকে প্রভাবিত করে।

[i] পরিমাণ প্রভাব : খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির নগদ তহবিলের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। নগদ তহবিলের হ্রাসবৃদ্ধি অর্থের জোগানের হ্রাসবৃদ্ধিরই নামান্তর। যেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা নগদ তহবিলের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু খোলাবাজারি কারবার ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে। এই হল খোলাবাজারি কারবারের "পরিমাণের প্রভাব" (quantity effect)।

Scanned with CamScanner

[ii] সুদ প্রভাব : খোলাবাজারি কারবারের "সুদের প্রভাবও" (interest effect) আছে। ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ঋণপত্রের দাম তথা দীর্ঘমেয়াদি সুদের হারে পরিবর্তন আসে। সুদের হারের এই পরিবর্তন অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

এইভাবে খোলাবাজারি কারবারের "পরিমাণ প্রভাব" ও "সুদ প্রভাব" ঋণের চাহিদা, ঋণের জোগান ও ঋণের ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র বিক্রি করে। জনসাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সুদ অর্জনের লোভে এই ঋণপত্র কেনে। ফলে জনসাধারণ ও ব্যাংকের পকেট থেকে নগদ টাকা উঠে এসে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চলে যায়। এর ফলে ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা সংকুচিত হয়। অর্থের জোগান, বিনিয়োগ, আয়, নিয়োগ ও দামস্তর কমতে থাকে। অপরদিকে, মুদ্রাসংকোচনের সময় অর্থের জোগান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সম্পত্তি ক্রয় করে মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দেশ্য : যেমন, ব্যাংক রেট পদ্ধতি কার্যকর করা, বিভিন্ন মরসুমে অর্থের জোগান যথাযথ রাখা; সরকারি ঋণপত্রের দাম ও সুদের হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা; সরকারি ঋণ পরিচালনার (debt management) ব্যাপারে সাহায্য করা। শেষ উদ্দেশ্যটি খোলাবাজারি কারবারের ফিসক্যাল উদ্দেশ্য।

খোলাবাজারি কারবারের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হল আর্থিক উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (non-banking financial intermediaries) নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। অন্য কোনো ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনুন্নত অর্থনীতিতে অর্থের জোগানের অন্যতম বিরাট উৎস হল অ-ব্যাংকিং সংস্থা। এগুলি যেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সেহেতু ব্যাংক রেটের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এগুলির নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজারি কারবারকে একটি আদর্শ অস্ত্র বলে মনে করা হয়।

সাফল্যের শর্ত : প্রথমত, খোলাবাজারি কারবার তখনই সফল হয়, যখন ঋণপত্রের বাজার সংগঠিত ও উন্নত হয়। **দ্বিতীয়ত,** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আইনানুগ ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতের অতিরিক্ত কোনো নগদ আমানতের অনুপাত (cash deposit ratio) রাখবে না। যদি তা হয় তাহলে খোলাবাজারি কারবার নামক অস্ত্রের ধার অনেকটা ভোঁতা হয়ে যাবে। **তৃতীয়ত,** সরকারি ঋণের পরিমাণ যেন অত্যধিক না হয়ে পড়ে। **চতুর্থত,** বিক্রয়যোগ্য ঋণপত্র পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

সীমাবদ্ধতা : খোলাবাজারি কারবারও ত্রুটিহীন অস্ত্র নয়। খোলাবাজারি কারবারের উপর্যুক্ত সাফল্যের শর্তগুলি কদাচিৎ পূরিত হয়। **প্রথমত,** অনুন্নত অর্থনীতিতে স্বাভাবিক কারণেই ঋণপত্রের বাজার অসংগঠিত ও দুর্বল হওয়ায় এই অস্ত্রের প্রয়োগ খুবই সীমিত। **দ্বিতীয়ত,** অনুন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত তাদের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ও নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অনুপাত নির্দিষ্ট না রেখে ওঠানামা করে। ফলে ব্যাংকগুলির হাতে অতিরিক্ত নগদ তহবিল থেকে যায়। এই কারণে এই পদ্ধতি সফলতা লাভ করে না। **তৃতীয়ত,** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয়যোগ্য ঋণপত্র না থাকলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতে ঋণপত্রের বাজার যেমন উন্নত তেমনি বিক্রয়যোগ্য ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। অপরদিকে, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ক্রয়যোগ্য ঋণপত্রের পরিমাণ বেশি হওয়ায়, খোলাবাজারি কারবার এখানে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। পরিশেষে, সাম্প্রতিককালে সরকারি ঋণের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায় ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলাবাজারি কারবারের ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়েছে।

এতৎসত্ত্বেও খোলাবাজারি কারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাংক রেটের পরিপূরক অস্ত্র হিসাবে খোলাবাজারি কারবার অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র। এই অস্ত্রটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে এটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থাগুলিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে ঋণপত্রের বাজার অনেক বিস্তৃত হওয়ায় এই অস্ত্রটির প্রয়োগ আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

[৫] পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত : আইনত বা প্রথাগতভাবে প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের চলতি ও মেয়াদি আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে বাধ্য। একে বলে ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতের (Variable Reserve Ratio) নীতি। এই অনুপাত বাড়িয়ে বা কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের

Scanned with CamScanner

ঋণদান ক্ষমতা সংকোচন বা সম্প্রসারণ করে। এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যাংকগুলির জমার পরিমাণ হ্রাস বা সৃষ্টি করতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার অনুপাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও আমানত তথা ঋণের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়। ফলে টাকাকড়ির জোগান কমে আসে ও দামস্তর বৃদ্ধি প্রশমিত হয়। অপরদিকে, জমার অনুপাত কমিয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং শিল্প-বাণিজ্য ঋণ গ্রহণে আগ্রহান্বিত থাকলে টাকাকড়ির জোগানও বৃদ্ধি পায়। এর দরুন মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং, এই অস্ত্রটিও দ্বিমুখী অস্ত্র। মনে রাখতে হবে যে, এই অস্ত্রটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সরাসরি অস্ত্র। তাই, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে এই অস্ত্রটি অন্যান্য অস্ত্রের তুলনায় অধিক ফল প্রদান করে।

ব্যাংক রেট ও খোলাবাজারি কার্যকলাপের তুলনায় বর্তমান পদ্ধতিটি অনেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। **প্রথমত,** টাকাকড়ির বাজার ও লগ্নিপত্রের বাজার উন্নত না হলে উপরোক্ত পদ্ধতি দুটি অনেক সময় অকেজো হয়ে পড়ে। অপরদিকে, অনুন্নত টাকাকড়ি ও লগ্নিপত্রের বাজারেও পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতি প্রয়োগ করা যায়। **দ্বিতীয়ত,** বর্তমান পদ্ধতির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির ত্রুটি কম নয়।

সীমাবদ্ধতা : আমরা আগেই বলেছি যে যেহেতু অনুন্নত টাকাকড়ি ও ঋণপত্রের বাজারে ব্যাংক রেট ও খোলাবাজারি কারবারের প্রয়োগ সীমিত সেহেতু এ ধরনের বাজারে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের অস্ত্রটি ব্যবহার করা খুবই যুক্তিযুক্ত। তথাপি, এই অস্ত্রটির বিরুদ্ধে অভিযোগও কম নয়।

1. অতিরিক্ত-নগদ তহবিল : অনুন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি স্বভাববশত হাতে অতিরিক্ত নগদ তহবিল রেখে দেয়। ফলে ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত বাড়িয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের জোগান বিশেষভাবে হ্রাস করতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ, পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত বাড়িয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংকগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে বিশেষ সংকোচন করতে পারে না। তবে, এই ত্রুটিটি এই অস্ত্রের বিশেষ অক্ষমতা নয়। কারণ, কমবেশি প্রতিটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র ভোঁতা হতে বাধ্য, যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতের অতিরিক্ত নগদ তহবিল ধারণ করে।

2. পক্ষপাতিত্ব : এই পদ্ধতিটি অবিচারমূলক বা পক্ষপাতমূলক। সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তন সব ব্যাংককে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। দুর্বল ব্যাংকগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

3. ঋণপত্রের বাজারে অনিশ্চয়তা : সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তন ব্যাবসায়িক জগতে নানারকম আঘাত (shock) সৃষ্টি করে থাকে। ঋণপত্রের বাজারে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। তাই সংরক্ষিত অনুপাতের ঘন ঘন পরিবর্তন কোনোমতেই কাম্য নয়। দীর্ঘকালীন অবস্থা এবং বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

4. অ-ব্যাংকিং ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ : দেশীয় ব্যাংকের মতো অ-ব্যাংকিং ঋণদানকারী সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে না বলে, সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তন অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণদান ক্ষমতার ওপর বিশেষ কোনো আঘাত হানতে পারে না।

তাই বলা হয়ে থাকে যে, অস্ত্রটি যদি উপযুক্ত সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা যায় তাহলেই ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হতে পারে। এই অস্ত্রটির সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যেন কখনোই হাতে অতিরিক্ত নগদ তহবিল না রাখে।

তাহলে দেখা গেল যে, পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। তবে, এই পদ্ধতিগুলি পরস্পরের বিকল্প বা প্রতিযোগী বলে মনে করা সংগত নয়। এরা পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক।

2. গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হল সর্বজনীন পদ্ধতি। সমগ্র দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন দেখা দিলে, উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু, অর্থনীতির বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন দেখা দিলে ও পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে অকাম্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই অবস্থায় গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা শ্রেয়। যখন ঋণগ্রহীতার ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা বিচার করে ঋণের বণ্টন করা হয়, তখন তাকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হয়; অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অস্ত্রটি অব্যবহৃতই থাকে।

Scanned with CamScanner

28.12 গুণগত এবং নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ (Types of Qualitative and Selective Credit Controls)

গুণগত অস্ত্রগুলির প্রকারভেদ নীচে করা হল :

[a] **মার্জিন বা জামিনের ওপর নিয়ন্ত্রণ :** এই পদ্ধতিটির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঋণের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মার্জিন বলতে ঋণপত্রের বাজার মূল্য এবং জামিনের বিরুদ্ধে ঋণের পরিমাণের পার্থক্যকে বোঝায়। যখন কোনো ব্যাংক, শেয়ার বা কোনো দ্রব্যের বিরুদ্ধে ঋণ প্রদান করে থাকে, তখন ওই ব্যাংক বন্ধকের মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ না দিয়ে আংশিক ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংক সব সময় জামিনের বিরুদ্ধে ঋণ দেয় এবং ওই ঋণের পরিমাণ জামিনের তুলনায় কম হয়। মনে করো, একজন ব্যবসায়ী 1,000 টাকা মূল্যের শেয়ার জামিন দেখিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে 900 টাকা ঋণ পেল। এই অবস্থায় মার্জিন হল 10% বা 100 টাকা। ধরা যাক, মার্জিনের হার মাত্র 10% হওয়ায় খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে অস্বাভাবিক পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জিন বাড়িয়ে 50% করলে ব্যবসায়ীরা 1,000 টাকার জামিনের বিরুদ্ধে মাত্র 500 টাকা ঋণ পাবে। একেই বলে মার্জিন বা জামিনের নিয়ন্ত্রণ (control of margin requirements)। মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে ব্যবসায়ীদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

[b] **ভোগ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** ব্যাংক ও অন্যান্য কিস্তি-বন্দি শর্তের অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থাগুলি, স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য [যেমন, দূরদর্শন, হিমায়ন যন্ত্র] ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভোগ্য ঋণ দিয়ে থাকে। ভোগ্য ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে, অনেক সময় ওইসব ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে। ধরা যাক, কিস্তি-বন্দি শর্তের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক 1,000 টাকা নগদে প্রদান (down payment) ও বাকি টাকা 18টি কিস্তিতে দেওয়ার শর্তে একটি 6,000 টাকার দূরদর্শন সেট ক্রয়ের সুযোগ ঘোষণা করেছে। যদি এই শর্তটি সহজ ও উদার বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে দূরদর্শন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দূরদর্শন সেটের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর দাম বৃদ্ধি পাবে। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশমতো যদি প্রথম প্রদেয় নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ 1,000 টাকা বাড়িয়ে 3,000 টাকা এবং 18টি পরিবর্তে 10টি কিস্তিতে বাকি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে দূরদর্শনের চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দূরদর্শন শিল্পের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। মোট কথা, এই ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণের ফলে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়।

[c] **বৈষম্যমূলক ব্যাংক রেট :** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ-প্রবাহ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাংক রেট হ্রাস করিয়ে দেয়। অপরদিকে, ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা প্রয়োজন এমন সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাংক রেট উচ্চ হারে নির্দিষ্ট করা হয়। একে বলে বৈষম্যমূলক সুদের হার (differential bank rate)। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে ঋণের জোগান যাতে পর্যাপ্ত হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওই ক্ষেত্রের জন্য অনেক সময় ব্যাংক রেট কমিয়ে দেয়।

[d] **নৈতিক অনুরোধ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপ্রদানের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ওপর নৈতিক চাপ বা অনুরোধ (moral suasion) সৃষ্টি করতে থাকে—ব্যাংকগুলিকে বলা হয় যে তারা দেশের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির বাজারের নেতা বলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহী হয় না। তবে, এই পদ্ধতিটির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাত্রার ওপর।

[e] **প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নৈতিক অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একে বলে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা (direct action)।

28.13 আর্থিক নীতি ও এর উদ্দেশ্য (Monetary Policy and Its Objectives)

সুনির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আর্থিক চলগুলির পরিচালনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যাংক রেট, খোলাবাজারি কারবার প্রভৃতি ঋণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির পরিস্থিতি অনুযায়ী রদবদল ঘটিয়ে, অর্থনৈতিক নীতিসমূহের লক্ষ্য অর্জন করে থাকে এই আর্থিক নীতি। সাধারণ অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থের জোগানের নিয়ন্ত্রণের নীতিকে আর্থিক নীতি বলে। এককথায়, আর্থিক কর্তৃপক্ষ